দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ২৮-০৪-২০২৪ (পৃঃ ০৬)

খুলনা : ডুমুরিয়া উপজেলার টিপনা গ্রামে আবাদকৃত ব্রি ধান ১০৫-এর খেত —ইত্তেফাক

খুলনায় পরীক্ষামূলকভাবে চাষ হচ্ছে 'ডায়াবেটিস ধান'

■ **এনামুল হক, খুলনা অফিস**

খুলনায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) উদ্ভাবিত স্বল্পপরিমাণ কার্বহাইড্রেডসম্পন্ন একটি পুষ্টিকর উচ্চ ফলনশীল আধুনিক জাতের ধানের পরীক্ষামূলক চাষ করা হয়েছে। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য তুলনামূলক নিরাপদ ব্রি-১০৫ নামের নতুন এই ধানটির ফলন মিলেছে আশানুরূপ। ভবিষ্যতে এই ধান দেশের কৃষি অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ১০২টি (৯৫টি ইনব্রিড ও সাতটি হাইব্রিড) উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। যার মধ্যে ব্রি-১০৫ হচ্ছে, স্বল্পপরিমাণ কার্বহাড্রেডসম্পন্ন একটি পুষ্টিকর উচ্চ ফলনশীল জাত। যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য তুলনামূলক নিরাপদ ধান। এ বছরই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিাঞ্চলে প্রথম এই ধানের পরীক্ষামূলক চাষ হয়েছে। ফলনও মিলেছে আশানুরূপ। বৈশিষ্ট্যগতভাবে এটি দেশে চাষ হওয়া সব প্রজাতির ধান থেকে আলাদা। সবুজ ও খাড়া পাতা আর মাঝারি লম্বা ও চিকন দানার ধান এটি। কিছুটা চিকন জাতের ধানটি বীজ বপন থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত ১৪৮ দিন সময় লাগে। যেখানে বোরো মৌসুমে অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যাবে সেখানেই এই ধানটি চাষ করা যাবে। ধানটি চাষ করতে সেচ ও কীটনাশকও কম লাগবে। এছাড়া এই ধানের বীজ কৃষকরা নিজেরাই

একরে ফলন সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে সাত মেট্রিক টন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, ব্রি-১০৫ ধান ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অনেক নিরাপদ। দেশে এ ধানটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আবার ডায়াবেটিস রোগীদের চাল হিসেবে বিদেশেও ধানটি রপ্তানি করা যাবে

উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে পারবে। ফলে কৃষককে বীজের জন্য কোনো কোম্পানি অথবা দেশের ওপর নির্ভর করতে হবে না। বীজের স্বত্বও কৃষকেরই থাকবে। এ কারণে নতুন জাতের ব্রি-১০৫ ধান চাষে আগ্রহ দেখা দিয়েছে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে।

ডুমুরিয়া উপজেলার টিপনা গ্রামের কৃষক শেখ মঞ্জুর রহমান বলেন, ব্রি-ধান ৫৮ অথবা ব্রি ধান ৬৭ এর একটি ছড়ায় ধান থাকে ১৮০-২০০টি। আর নতুন জাতের এই ধানের একটি ছড়ায় ধান থাকে ২০০-২৫০টি। চাষ করতে গিয়ে এই ধানে ব্লাস্টের কোনো ওষুধ দেওয়া লাগেনি। আরেক জন কৃষক বলেন, এই ধান চাষ করতে কীটনাশক কম লেগেছে। সেচের পানিরও সাশ্রয় হয়েছে। অন্য জাতের ধানের চাষের তুলনায় খরচ কম হয়েছে।

ডুমুরিয়া উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মো. ইনসাদ ইবনে আমিন বলেন, ধানটি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য উপযোগী। পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করে অন্য ধানের তুলনায় এ ধানের ভালো ফলন পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, এ বছর আমরা চার একর জায়গায় ব্রি-১০৫ ধানের চাষ করেছি। প্রত্যেক জায়গায়ই কৃষক ব্যাপক ফলন পেয়েছে। একর প্রতি গড়ে সাড়ে ছয় মেট্রিকটন থেকে সাড়ে সাত মেট্রিক টন ধানের ফলন পাওয়া গেছে। আমরা দেখেছি, নতুন ধান হওয়ার কারণে পোকা-মাকড়ের আক্রমণও হয়েছে অনেক কম। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, ব্রি-১০৫ ধান ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অনেক নিরাপদ। দেশে এ ধানটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আবার ডায়াবেটিস রোগীদের চাল হিসেবে বিদেশেও ধানটি রপ্তানি করা যাবে। ফলে যারা উদ্যোক্তা ও যারা ব্যবসা করবেন তাদের জন্য রপ্তানি বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৭০ বছর

তারিখঃ ২৭-০৪-২০২৪ (পৃঃ ১২)

সাতক্ষীরায় নতুন জাতের ধান চাষে সাফল্য

নতুন জাতের বোরো ধান -সংবাদ

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা

ধান উৎপাদনে সর্বাধিক উৎপাদনশীল মৌসুম বোরো। এ কথা অনস্বীকার্য, বোরোর ওপর ভিত্তি করেই দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি রচিত হয়েছে। কারণ দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ৫৮ শতাংশ আসে এ মৌসুম থেকে। তাই গ্রাম-বাংলার প্রত্যেক কৃষকের বাড়িতে এখন বোরোকেন্দ্রিক ব্যস্ততা।

পাকা ধান কাটা, মাড়াই-ঝাড়াই, শুকানো, সিদ্ধ করা, ঘরে তোলাসহ নানা কাজে ব্যস্ত সময় পারে করছেন কিষান-কিষানিরা। তবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরায় কয়েক বছর পর পরই চাষীদের বদলাতে হয় ধানের জাত। লবণাক্ত আবহাওয়াতে নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয় এ জেলার ধান গাছ। এবার কৃষকদের জন্য সম্ভবনার নতুন দিগন্ত হয়ে এসছে পাতা পোড়া রোগ প্রতিরোধী বোরো ধানের জাত- ৬৪,৫৩।

সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলায় এই জাতের ধান চাষ করে ব্যাপক ভাবে সাফল্য পেয়েছেন চাষিরা। ৩৩ শতাংশে ফলন পাওয়া যাচ্ছে ৩৩ মণ। ফলে হাঁসি ফুটেছে এ জেলার চাষিদের মুখে। অতিতে চাষ কৃত যেকোনো ধানের চেয়ে হেক্টরে ২ টনের ও বেশি উৎপাদন হচ্ছে নতুন জাতের ধান।

দেবভাটা উপজেলা সদরের ধান চাষী আকরাম গাজী দীর্ঘদিন যাবত রড মিনিকেট যাতের ধান চাষ করেন কিন্তু এবছর ৬৪,৫৩ জাতের ধানের ফলন দেখে আগামীতে তার নিজ জমিতে ও নতুন জাতের এই ধান চাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কৃষিবিদ মো. মানছুর রহমান জানান, উচ্চফলনশীল হওয়ার ফলে এ ধানের জীবনকাল ১৪০ দিন থেকে ১৪৫ দিন। রোগ প্রতিরোধী অধিকফলন সম্পন্ন হওয়ায় অন্য ধানের চেয়ে এই ধান চাষে আগ্রহ প্রকাশ করছে কৃষকরা।

প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলন পাওয়াতে কৃষক যেন আবার সেই অতীতের সুদিন ফিরে পেয়েছে। আগামীতে নতুন জাতের এই ধান, এ জেলার অনেক চাষীরা চাষ করবেন বলে জনান দেবহাটা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শরীফ মোহাম্মদ তিতুমীর।

তিনি আরও বলেন, উচ্চ ফলনশীল রোগ মুক্ত এই ধানের চাষে

› পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
তারিখঃ ২৭-০৪-২০২৪ (পৃঃ ০৬)

নতুন জাতের ধানের প্রতি কৃষকের আগ্রহ বেশি

■ কুহিনুর রহমান নাহিদ, শান্তিগঞ্জ (সুনামগঞ্জ) সংবাদদাতা

বীজতলা বোনা থেকে শুরু করে রোপণের জন্য জমি তৈরি, তারপর ধানের চারা রোপণ। কিছুদিন পর জমির আগাছা পরিষ্কার করা ও বর্ধনশীল ধানের চারায় মিশ্র সার ছিটানো। পাকার পর ধান কাটা ও বহন করে আনা—সব মিলিয়ে প্রতি কিয়ার (৩০ শতক) জমিতে খরচ হয় প্রায় ১০ হাজার টাকা। বর্গাচাষিদের জমির মালিককে ৩ হাজার টাকা বা সেই মূল্যের ধান পরিশোধ করতে হয়। তাদের জন্য এক কিয়ার জমিতে খরচ হয় প্রায় ১৩ হাজার টাকা। এ তো গেলো খরচের হিসাব। সঠিক পরিচর্যা শেষে ধান কাটার পর কিয়ার প্রতি কৃষকরা পান গড়ে ১৮ মণ ধান। বর্তমান মূল্যে যার বাজারদর ১৮ হাজার টাকা। জৈষ্ঠ্য মাসে এ ধানের দাম আরো বাড়বে। তবে ধানের ওজন তখন কিছুটা কমবে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর ফলন ভালো হয়েছে শান্তিগঞ্জের হাওরগুলোতে। উপজেলার প্রায় ৬০ হাজার কৃষকের হাত ধরে ২২ হাজার ৬৫৪ হেক্টর জমি চাষ হয়েছে এ বছর। এসব জমিতে উৎপাদিত ধান থেকে প্রায় ৯৫ হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হবে, যার বাজার মূল্য ৩৮০ কোটি টাকা। ধানের এমন ভালো ফলনে খুশি উপজেলার ধানচাষিরা। কৃষকরা জানান, ধানে মান বাড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে খুব বেশি ক্ষতি না করলে ধান চাষে কোনো ক্ষতি নেই। এখনো গৃহস্থালিতে লাভ আছে।

শান্তিগঞ্জ উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এ বছর ২২ হাজার ৬৫৪ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়েছে। ইতিমধ্যে সবগুলো হাওরের মোট ধানের প্রায় ৬২.১৮ শতাংশ ধান কাটা সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে হাওর এলাকার প্রায় ৭৫.৮৯ এবং নন হাওর এলাকার ৫.৫৮ শতাংশ ধান কাটা হয়েছে। শান্তিগঞ্জ উপজেলার ৮ ইউনিয়নের ৫৫ থেকে ৬০ হাজার

শান্তিগঞ্জে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার আশা

শান্তিগঞ্জ কৃষি কর্মকর্তা সোহায়েল আহমদ বলেন, '২২ হাজার ৬৫৪ হেক্টর জমিতে এ বছর বোরো চাষ করেছেন কৃষকরা। নতুন বিভিন্ন জাতের ধান চাষে কিছুটা সফলতাও দেখা যাচ্ছে। আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার আশা করছি'

বোরোচাষি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত। ফলন ভালো হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। নতুন ধান চাষের প্রতি খুব বেশি আগ্রহ দেখা গেছে কৃষকদের। ২৮ ও ২৯ জাতের ধানের চাইতে ৮৮, ৮৯, ৯২, বিনা-২ সহ কিছু হাইব্রিড ধান চাষ করেছেন কৃষকরা। ফল পেয়েছেন হাতে হাতে। ফলন ভালো হয়েছে। তাড়াতাড়ি পেকে গেছে। কৃষকরা বেশ উপকৃত হবেন। ভবিষ্যতে কৃষকরা নতুন ধানের প্রতি বেশি আগ্রহী হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে, তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে ধান শুকাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন উপজেলার কৃষক, কৃষাণি। তাদের সহযোগিতা করছেন স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীরাও। ধান শুকানোর পাশাপাশি কেউ কেউ গোখাদ্য হিসেবে খড়ও শুকিয়ে রাখছেন। এসব কাজ করতে ধান শুকানোর খলায় খলায় (ধান শুকানোর উঠান) কৃষক পরিবারের ভিড় লক্ষ করা গেছে। মাথায় ছাতা নিয়ে ধান নেড়ে দিচ্ছেন গৃহবধূ, কৃষাণি। কৃষকরা জমি থেকে ধান এনে খলায় স্তূপ করে রাখছেন। ধান শুকানোতে এত তাড়া কেন, জানতে চাইলে কৃষকরা বলেন, 'যে কোনো সময় বৃষ্টি নেমে যেতে পারে। পানি চলে আসতে পারে। তাই যত দ্রুত সম্ভব ধান শুকিয়ে ঘরে তুলতে চাই। এরকম রোদও হয় তো আর পাওয়া যাবে না।' কৃষকরা বলছেন, 'এমন রোদ থাকলে আর এক সপ্তাহ ১০ দিনের মধ্যে হাওরের সব ধান কাটা শেষ হয়ে যাবে।'

দেখার হাওরের পাড়ের গ্রাম আস্তমা। এ গ্রামের বাসিন্দা সত্তরোর্ধ কৃষক শাহিদ আলী, রুহুল আমীন ও বাবুল মিয়া বলেন, 'গ্রামীণ অঞ্চলে এখনো আমরা বিশ্বাস করি ধানেই মান। জীবনের শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত কৃষিকাজ করেই জীবন কাটাচ্ছি। নিজের জমিতে যারা ধান চাষ করেন, তারা বেশি লাভবান হবেন। যারা বর্গাচাষি তাদের লাভ একটু কম হবে। তবে লাভ হবেই। সঠিকভাবে ধান চাষ করলে জমিতে লাভ আছে। এখন খলায় আমাদের সারা দিন কাটে।'

শান্তিগঞ্জ কৃষি কর্মকর্তা সোহায়েল আহমদ বলেন, '২২ হাজার ৬৫৪ হেক্টর জমিতে এ বছর বোরো চাষ করেছেন কৃষকরা। নতুন বিভিন্ন জাতের ধান চাষে কিছুটা সফলতাও দেখা যাচ্ছে। আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার আশা করছি। কৃষকরা লাভবান হবেন। এ পর্যন্ত ৬২.১৮ শতাংশ ধান কাটা শেষ হয়েছে। ৫৫-৬০ হাজার কৃষক ভালোভাবেই ধান তুলতে পারবেন।'

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ২৭-০৪-২০২৪ (পৃঃ ১০)

বাগেরহাট : *চিতলমারী উপজেলায় ডায়াবেটিক রোগীদের উপযোগী ধান খেত* -জনকণ্ঠ

ডায়াবেটিক রোগীর উপযোগী ব্রি ধান- ১০৫ চাষে সাফল্য

স্টাফ রিপোর্টার, বাগেরহাট ॥ ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য উপযোগী বিশেষ ধান উৎপাদন হয়েছে চিতলমারী উপজেলায়। কৃষক বিধান চন্দ্র বিশ্বাসের জমিতে এই ধান উৎপন্ন হয়েছে। নতুন জাতের এই ধানের নাম ব্রি-১০৫। বিষয়টা এলাকায় সাড়া ফেলেছে। এবারই প্রথম চিতলমারীর ৩৩ শতক জমিতে নতুন জাতের এই ধান চাষ হয় বলে উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে, গোপালগঞ্জ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানী সৃজন চন্দ্র দাস ও ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের তত্ত্বাবধায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চিতলমারীর সহযোগিতায় কৃষক বিধান চন্দ্র এই ধান সফলভাবে উৎপাদন করেন।

চিতলমারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সিফাত আল মারুফ শুক্রবার বলেন, 'এই ধানের জিআই মান কম, অর্থাৎ '৫৫' হওয়ায় ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য এই ধানের চাল উপযোগী খাবার। যে খাবারে জিআই যত বেশি থাকে সেই খাবার খাওয়ার পর তত দ্রুত ভেঙে রক্তে মিশে যায়। ফলে ওইসব খাবার ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য ক্ষতিকর। সাধারণ ধানের চালে জিআই থাকে ৬৬ মাত্রায়। কিন্তু নতুন জাতের এই ব্রিধান-১০৫ এর চালে জিআই ৫৫ মাত্রার হওয়ায় ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য উপযোগী খাবার।'

সিফাত আল মারুফ আরও জানান, এবারই প্রথম চিতলমারী উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের বড়বাক গ্রামের কৃষক বিধান চন্দ্র বিশ্বাসের ৩৩ শতক জমিতে নতুন জাতের এই ব্রিধান-১০৫ চাষ হয়। বৃহস্পতিবার ধানের নমুনা কর্তন শেষে দেখা যায়, ২০ বর্গমিটার জমিতে ১৪.৯ কেজি ফলন (কাচা) উৎপাদিত হয়েছে। যার শুকনো ওজন হবে ১৩.১৬ কেজি। এই হিসাবে হেক্টরপ্রতি এই ধানের ফলন হয়েছে ৬.৫৮ টন। পরীক্ষামূলক এই চাষে কৃষক বিধান চন্দ্র বিশ্বাস সফল হয়েছেন। আগামীতে আরও চাষিদের এই ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করা হবে। চাষিরা বেশি এই ধান আবাদ করলে ডায়াবেটিক রোগীদের প্রতিষেধকে সহায়তা হবে।

কৃষক বিধান চন্দ্র বিশ্বাস জানান, নতুন ধরনের এই ধান-বীজ পেয়ে তিনি চাষে অনেক বেশি যত্নশীল ছিলেন। উপজেলা কৃষি অফিস থেকে ব্রিধান-১০৫ এর বীজসহ পরামর্শ পান। এখন বিশেষ এই ধান কোন বাজারে কেমন দামে বিক্রি হবে সেটা নিয়ে তিনি ভাবছেন।